ঘনাদা

প্রসিতকুমার রায়চৌধুরী

শার্লক হোমস্-এরখ্যাতির আড়ালে ঢাকা পড়ে গেছেন কোনান ডয়েল। ঘনাদার ছায়ায় কিন্তু প্রেমেন্দ্র মিত্র ঢাকা পড়েননি। কারণ কবি ও ছোটগল্প লেখক রূপেআরো দুটি উজ্জ্বল পরিচয় আছে তাঁর, তবু বাংলা সাহিত্যে'ঘনাদা' এক বিচিত্র সৃষ্টি,—ত্রৈলোক্য মুখোপাধ্যায়ের'ডম চরিত'-এর মত পাঠককে বিচলিত করার মত যোগ্যতা রাখে'ঘনাদা'। পরশুরামের'বিরিঞ্চিবাবা' যেমন। তবেপার্থক্য আছে— আছে স্বাতন্ত্র্য,সেখানেই প্রেমেন্দ্র মিত্রের কৃতিত্ব। 'গুলবাজীর গল্প' বলার মুন্সিয়ানার ও নির্ভুলবৈজ্ঞানিক, ভৌগোলিক, ঐতিহাসিক তথ্যের বিদ্রূপাত্মক তির্যক ভাষারপরিবেশনে — কিশোর ও বয়স্ককে সম্মোহিত করে রেখেছে তিনপুষ।

'ঘনাদা'লোকটি কেমন ? লেখকই তাঁর বর্ণনাদিয়েছেন,—'শীর্ণ পাকানো চেহারা দেখে তাঁর বয়স অনুমান করাকঠিন আর তাঁর মুখের কথা শুনলে মনে হয় পৃথিবীর হেন কোন স্থান নেইযেখানে তিনি যাননি, এমন কোন বিদ্যা নেই, যার চর্চা তিনি করেন না। প্রাচীন নালন্দা, তক্ষশীলা থেকেঅক্সফোর্ড, কেমব্রিজ, হাভার্ড, চীনের প্রাচীন পিপিং থেকেইউরোপের সার্লেনা, প্রাগ, হিডেলবার্গ লাইপজিক পর্যন্তসমস্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গেই প্রত্যক্ষ যোগাযোগ আছে বলে মনে হয়। পাণ্ডিত্যে ভেজাল আছে, তবে প্রকাশে আছে মুন্সিয়ানা।'

দুটি বর্ণের শব্দেগড়া — ঘনাদার গল্পের নাম , মশা, পোকা, নুড়ি, কাঁচ, মাছ, টুপি,ছড়ি, লাট্টু, ঢিল, ছুরি, ছুঁচ, শিশি, কেঁচো, মাছি, জল, চোখ, ছাতা, দাদা,ঘড়ি, হাঁস, ফুটো, দাঁত। কৌতুক,পরিহাস আর গুলবাজীর মোড়কে বাঙালী কিশোরকে পঞ্চাশ বছর ধরে বিজ্ঞান,ইতিহাস, ভূগোলের অনেক অজানা তথ্য জানিয়েছেন পাঠ্য কেতাবে যার হদিস মেলেনা। একটা তালিকা দেওয়া গেল —শিস্যাক্স ফ্লাড়াম (খোলশহীন শামুক), কণ্ডর (শকুনি),বোরোরো (আদি শিকারী জাতি), ড্রেস্কি (ঘোড়ায় টানাবিচিত্র যান), মারা কাটান (নৌকা), ওকপি (জিরাফ),সফরি (শিকার যাত্রা), চো, মো, হিয়াহমি (ঝিজননীর পুতসলিল), এটাকেই 'এভারেস্ট' বলা হয়, নেগুস(সম্রাট), সাসত্রুদি (ঢেউ খেলানো পরফেরপ্রান্তর), আম্বার গ্রিস (তিমির পেটের দামী পাথর)কিফা (গণ্ডার), পাঙ্গা (ঘাস কাটার কাস্তে), বোমা(কাঠের তৈরী কুঠীর), কিবাকো (হিপোপটেমাস),ইউস্পজিয়া অফিসিনালিস মলিসিমা (সরেস তুর্কি পেয়ালা—স্পঞ্জ),জিমনো সিনিয়াস (শুঁড়ওয়ালা প্রাণকণা), কারাকুল(একজাতের ভেড়া), ওরাং পেঙ্কেক (প্রায় লুপ্ত এপ্),ণ (বরফের মধ্যে সাদা শিকড়) চাঙ্গু(নেকড়ে বাঘ) সানত্রুদ্ধি (শ শব্দ—ঢেউ খেলানো প্রান্তর), সুনাটাক(এস্কিমো শব্দ—পাথুরে ঢিপি), পালোলা (সমুদ্র —উৎসব), ঙগা সবচঙ (বালি হাঁস), কিংকাজু (হাস),কেচুয়া(ইনকাদের ভাষা), কিপু, (গাঁটবাঁধা ইনকালিপি), সিস্টোসর্কা গ্রিগেরিয়া (পঙ্গপাল) এসব কথা ঘনাদাইজানিয়ে দেয় হতবাক শ্রোতাদের। ঘনাদাভাষাবিদ হরিনাথ দেকেও হার মানান। গ্রীক্, ল্যাটিন, ফ্রেঞ্চ, হিব্রু, চীনা ভাষাও জানেন। আরবি, তুর্কি ভাষা তাঁর অজানা নয়,সুদানে গ্রামের মোড়লকে বলেন,—'ইদান মুগুন মুতুম ইয়াসিরকা জানবা কাই কাসলাও জে কা ইয়াঙ্কে' — ভাষাটানাকি সুদানের এক উপভাষা, শুধু ভাষা নয়,—তিনি লিপিও চেনেন,—ব্রাহ্মী, খরোষ্ঠী, ফিনিসিয়, মিশরী, সিরিয়াক, চীনা, তিববতীলিপিও তঁ

ার অজানা নয়।

কোথায় না তিনি গেছেন'মশা' মারতে সাখালিন দ্বীপে, পঙ্গপাল ধবংস করতে লাটভিয়াররিগার শহর হয়ে আফ্রিকার নিপার নদীতে ডিঙি বেয়েছেন(পে াকা)। নিউজিল্যাণ্ডেরকাছে লিকিউ দ্বীপে হীরার সন্ধানকরতে মৃত আগ্নেয়গিরির নুড়ি তুলে ভুমিকম্প ঘটিয়েছেন(নুড়ি)। ইউরেনিয়াম ঠাসাপিচব্লেণ্ডের সন্ধান করেছেন অ্যাঙ্গেলায় (কাঁচ)। বেলজিয়াম, কঙ্গোতে গোরিলা ধরতে গিয়েছেন(মাছ)। ইয়েতির ফাঁসেরদড়িতে বাঁধা পড়ে এভারেষ্ট শিখরে উঠেছেন—তেনজিং নে ারগেরওআগে (টুপি) দক্ষিণ মের 'দাণ গরমে' সিদ্ধ হযেছেন(ছড়ি)। ইজিয়ান সাগরেস্পঞ্জের সন্ধান করেছেন (ঢিল)। গেছেন আবিসিনিয়ার রাজধানী আদ্দিস অ াবাবাম (ছুঁচ)।দক্ষিণ আমেরিকার কাছে গ্যালাপাগোস দ্বীপপুঞ্জে তাঁর পা পড়েছে(শিশি)।

অষ্ট্রেলিয়ার৯০০ মাইল পূর্বে নরফোক দ্বীপও তাঁর অগম্য নয় (কেঁচো)। সুমাত্রায় লুপ্তপ্রায় এপ্-এর সন্ধানকরেছেন (ছাতা) সুদানেও গেছেন (মাছি)। ক্যাটেলিম া দ্বীপের কাছে সমুদ্রে টুনিমাছশিকার করেছেন (দাঁত)। গ্রীণল্যাণ্ডে অরোরাবরিয়ালিসের আলোয় 'নুনাটাক'দেখেছেন।

দক্ষিণআফ্রিকায় হটেন্‌দের সঙ্গে মিশেছেন (জল)। তাইপে শহরে কিলং নদীর ধারে কর্পূর গাছের তলায় বসে অচেনালিপির পাঠোদ্ধার করেছেন (চোখ)। মঙ্গ লগ্রহে লাল মভূমি দেখেছেন (ফুটো)। কৈলাস মানস সরোবরে যাত্রা করেছেন(হাঁস)। দক্ষিণআমেরিকার কুজকো শহরে বাস করেছেন (সুতো)। উত্তর মের ফ্রবিশারবের ছোট্ট দ্বীপেইলেকট্রনিক ব্রেনের সন্ধানে গেছেন (দাদা)। চেম্বারলেন আর জভেল্টের অনুরোধে হাওয়াই দ্বীপে এসেছেনরহস্যজনক বিস্ফোরণের কারণ অনুসন্ধানে (ঘড়ি)।

ঘনাদা ৭২, বনমালীনস্কর লেন ছেড়ে কোথায় যাননি,— অথচ সারা বিশ্বের ভূগোল তাঁরনখদর্পণে।

প্রেমেন্দ্র মিত্রওঘরকুনো,—যদিও ইউরোপ, রাশিয়া, আমেরিকা ঘুরে এসেছেন,— তবেকোথাও স্বস্তিবোধ করেননি। অল্পবয়সে সমবয়স্ক বন্ধু শিবরাম চত্রবর্তীর সঙ্গে বিশ্বভ্রমণেরপরিকল্পনা ছিল, তা সম্ভব হয়নি। কৈশোরে জুলেভার্ণের লেখা ছিল প্রিয়। ভূগোল আর ভ্রমণ বৃত্তান্ত আগ্রহের সঙ্গেপড়েছেন। কালীঘাটে বাড়ী থাকা সত্ত্বেও গোবিন্দ ঘোষাল লেনের মেসে ছিলেন কিছুদিন। এসবেরই রাসায়নিক ফলশ্রুতি ঘনাদা। মেসের তণ সহবাসী — শিবু, শিশির, গৌর—নানাভাবেতাঁর গুলবাজী ফাঁসাতে চেয়েছে,— উল্টে নিজেরাই ফেঁসেছে।

বিদ্রুপের ধারভোঁতা হয়েছে ঘনাদার অকল্পনীয় গল্পের আঘাতে। পাঠকের মনে যে ব্যঙ্গ ঝল্‌সে ওঠে,—তাশিবু, শিশির, গৌরের মুখ দিয়ে বেরিয়ে আসে। লেখকের চাতুর্য ও মুন্সিয়ানা এখানে।

পরশুরামের'বিরিঞ্চি বাবা'-র কথায় আছে ফাঁকি, কিন্তু ঘনাদার গল্প বানানোহলেও তার বৈজ্ঞানিক ও ভৌগোলিক তথ্যে কোন ভেজাল নেই।

ঘনাদারপূর্বপুষ ঘনরাম দাসকে নিয়ে লেখা 'সূর্য কাঁদলে সোনা'(পিজারো কর্তৃক পের ইনকা সভ্যতা ধবংসের কাহিনী) আর একপূর্বপুষ বেচারাম দাসের (শিব াজীর আগ্রা থেকে পলায়নেরকাহিনীতে) শিবাজীর ভূমিকা—(আগ্রা যখন টলমল) বাংলাসাহিত্যে অভিনব সংযোজন।

ত্রৈলোক্যনাথের'ডম চরিত'-এ আছে খোলাখুলি বিদ্রুপের কষাঘাত, (ন্দ্বন্ধ্ল্নন্জন্দ্ব), ঞযেও আছে (ঢন্জম্প্স্নন্ত) । পরশুরামের 'বিরিঞ্চিবাবা'-র পরিশীলিত ব াক্‌বৈদগ্ধ(়ন্দ্ধ)। ঘনাদার কাহিনীতে আছে তামাশা (ণ্ণন্দ্বন্দ্ধ) আর কৌতুক (ত্নপ্তন্দ্বন্ধ্ক্রন্দ্ধম্প্সন্জন্ত) তারও বাড়তি কিছু যা বিশেষ সংজ্ঞায় ধরাযায় না। কল্পবিজ্ঞ ানের মিশেল দেওয়া অ্যাডভেঞ্চারের কাহিনী— যা রোমাঞ্চিত করার বদলে পাঠককে হতবাক করে, — হাসিতে ফেটেপড়তে হয়।

ঘনাদার মধ্যে কি লেখকস্বয়ং মিশে আছেন ? চেহারায় মেলে না,—শীর্ণ দীর্ঘাকৃতি ঘনাদার লাবণ্যহীনক্ষ মুখ। প্রেমেন্দ্র মিত্র যৌবনেরীতিমত রূপবান,—দেহটি যথেষ্ট দীর্ঘ নয়। তবে বিজ্ঞান ইতিহাস, ভূগোলের অনুসন্ধিৎসু পাঠক। এনসাইক্লোপিডিয়ার তাঁর অবসরবিনোদনের গ্রন্থ। দুজনেই কিন্তুঘরকুনো। বিশাল বিশ্বের মানসভ্রমণকারী। 'ঘনাদা' বাংলা সাহিত্যে ম্ন্দ্বন্ধন্দ্ধস্তু -এ পরিণত।

सृष्टिसन्धान

Phone: 98302 43310
email: editor@srishtisandhan.com